54

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিক স্তরে অভিন্ন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

মোস্তফা ফিরোজ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি সারা দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। একই সঙ্গে সবকিছুর জন্য মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ আগামী তিন বছরের মধ্যে মোট দেশজ আয়ের তিন শতাংশে উন্নীত করতে বলা হয়েছে। সাবেক সচিব আবদুল্লাহ ডঃ আল-মুতী শরফুদ্দিনকে আহ্বায়ক করে গঠিত পাঁচ সদস্যের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি এ সুপারিশ পেশ করেছে। কমিটির

জাতীয় কমিটির সুপারিশ

প্রতিবেদন গতকাল বুধবার শিক্ষামন্ত্রী এএইচএসকে সাদেকের কাছে দাখিল করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১২৭ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয় বলে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কমিটির পক্ষ থেকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। সূত্র জানায়, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হয় গত বছর ১৬ নবেম্বর। প্রতিবেদন তৈরি করতে কমিটি এক বছরের বেশি সময় ব্যয় করে। প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নে মোট ৩২ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে সারা দেশে এক ও অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের বিষয়ে বলা হয়, সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুল একই ধরনের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবে। এ লক্ষ্যে একটি শিক্ষাক্রম কাঠামো সুপারিশ করে তা অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা হবে। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের পূর্ব অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী শিশুদের জন্য বিদেশী ভাষার মাধ্যমে স্কুল পরিচালনা করা যাবে। তাছাড়া, প্রাথমিক স্তরে বিষয় হিসাবে ইংরেজী ও ধর্মীয় ভাষা শিক্ষা (১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

প্রাথমিক স্তরে (প্রথম পাতার পর)

লাভের সুযোগ থাকবে।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য রাজস্ব খাতে সরকারী ব্যয় মোট দেশজ আয়ের মাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ, তার মধ্যে মোটামুটি অর্ধেক অর্থাৎ ১ দশমিক ১ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। অথচ ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট দেশজ আয়ের অন্তত পাঁচ শতাংশ ব্যয় করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ আগামী তিন বছরের মধ্যে মোট দেশজ আয়ের অন্তত তিন শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে একই শিক্ষাক্রম চালু বিষয়ে জাতীয় কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা, যেমন—জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। ফলে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিশুদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধেও যথেষ্ট ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। তাতে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

এ দেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে একই পদ্ধতির সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে প্রাথমিক স্তরে (১ম-৫ম শ্রেণী) সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন—ঢাকা ভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ ছিদ্দিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক ডিজি ডঃ জহিরুল ইসলাম ভুঁইয়া, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আলী আনাম এবং গণসাহায্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডঃ ফ[illegible]র মাহমুদ হাসান।